আরকানুল ঈমানঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান

❖ প্রশ্ন-১। ঈমানের প্রথম রুক্ন বা স্তম্ভঃ মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান বলতে কি বোঝায়? আল্লাহর প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?

উত্তরঃ- প্রথমতঃ বিশ্বাস পোষণ করা যে, এ বিশ্ব জগতের একজন রব রয়েছেন। যিনি স্বীয় সৃষ্টি রাজত্ব, পরিচালনা ও কর্ম ব্যাবস্থাপনায় এক ও একক। যিনি রুযীদাতা, জীবন দাতা, মৃত্যুদাতা, ক্ষমতাশীল, এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনকারী । তিনি একাই যা ইচ্ছা তা করেন, এবং যা চান তার হুকুম করেন। তাঁরই হাতে আসমান জমিনের রাজত্ব। তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল ও জ্ঞাত রয়েছেন। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কর্ম সমূহে কোন শরীক নেই।

দ্বিতীয়তঃ এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সুন্দর নাম সমূহ ও পুত-পবিত্র পূর্ণ গুণাবলীর ক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয়। আর এই আকীদাহ- বিশ্বাস দু'টি বড় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত-

প্রথমঃ নিশ্চয় আল্লাহ্র সুন্দর নাম ও মহান গুণ রয়েছে, যা পরিপূর্ণ গুনাবলীর প্রমাণ করে, তাতে কোন প্রকারের অপরিপূর্ণতা ও ত্রুটি নেই। সৃষ্টিজীবের কোন কিছুই তার মত ও তার অংশীদার হতে পারেনা।

দ্বিতীয়ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল দোষ ও ত্রুটি যুক্ত গুণ হতে সম্পুর্ণভাবে পুত-পবিত্র যেমন-নিদ্রা অপারগতা, মূর্খতা ও জুলুম-অত্যাচার ইত্যাদি।

আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত বিষয় গুলোর লক্ষ্য রাখা উচিতঃ (১) সংযোজন ও বিয়োজন ব্যাতীত কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সকল সুন্দর নাম সমূহ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত রয়েছে তার উপর ঈমান আনা। (২) আল্লাহ্ নিজেই নিজের নাম রেখেছেন। সৃষ্টি জীবের কেউ তার নাম রাখে নাই। এবং তিনি নিজেই এই সকল নাম দ্বারা স্বীয় প্রশংসা করেছেন। ইহা সৃজিত নতুন নয়। ইহার উপর ঈমান আনা। (৩) আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ এমন পরিপূর্ণ অর্থবোধক যাতে কোন প্রকারের কোন ত্রুটি নেই। তাই এ নাম সমূহের প্রতি ঈমান আনা যেমন ওয়াজিব, তেমনি এর অর্থের উপর ঈমান আনাও ওয়াজিব। (৪) এ সমস্ত নামের অর্থ অস্বীকার ও অপব্যাক্ষা না করে সম্মানের সাথে গ্রহণ করা ওয়াজিব। (৫) প্রতিটি নাম হতে সাব্যস্ত বিধি-বিধান ও ফলাফল এবং এর প্রভাবের প্রতি ঈমান আনা।

তৃতীয়তঃ এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র সত্যিকার ইলাহ বা মা'বুদ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় ইবাদাত পাওয়ার অধিকার রাখেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, একমাত্র ইবাদতযোগ্য ইলাহ, ইবাদতে তাঁর কোন শরীক নেই। ইহাই তাওহীদে উলুহীয়্যাহ্।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রহ.) তাঁর ''আক্বীদাহ আত তাহাভিয়্যাতে'' আল্লাহর প্রতি ঈমানকে এভাবে উপস্থাপন করেন- ১। নিশ্চয়ই আল্লাহ এক, যাঁর কোন শরীক (অংশীদার) নেই। ২। তাঁর মত কিছুই নেই। (কেউ তাঁর সমতুল্য নয়)। ৩। কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। ৪। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। ৫। তিনি অনাদি, যার কোন আদি নেই। তিনি অনন্ত, যার কোন অন্ত নেই। ৬। তাঁর ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই। ৭। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই সংঘটিত হয় না। ৮। কল্পনা তাঁর ধারে কাছে পৌঁছে না এবং ইন্দ্রিয় জ্ঞান তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না। ৯। সৃষ্ট বস্তু তাঁর সদৃশ্য হতে পারে না। নিদ্রার দরকার নেই। ১১। তিনি এমন সৃষ্টিকর্তা যার সৃষ্টিতে কোন সাহায্যের মুখাপেক্ষী হন না এবং তিনি অক্লান্ত রিযক দাতা। ১২। তিনি নির্ভয়ে প্রাণ সংহারকারী এবং নির্বিবাদে পুনরুত্থানকারী। ১৩। সৃষ্টির বহু পূর্বেই তিনি তাঁর অনাদি গুণাবলীসহ বিদ্যমান ছিলেন, আর সৃষ্টির কারণে তাঁর নতুন কোন গুণের সংযোজন ঘটেনি এবং তিনি তাঁর গুণাবলীসহ যেমন অনাদি ছিলেন, তেমনি তিনি স্বীয় গুণাবলীসহ অনন্ত থাকবেন। ১৪। সৃষ্টির কারণে তাঁর গুণবাচক নাম "খালেক" (সৃষ্টিকর্তা) হয়নি। অথবা বিশ্ব জাহান সৃষ্টির কারণে তাঁর গুণবাচক নাম "বারী" (উদ্ভাবক) হয়নি। ১৫। প্রতিপাল্যের অবিদ্যমানতায়ও তিনি ছিলেন 'রব' বা প্রতিপালক, আর মাখলুক সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন 'খালেক' বা সৃষ্টিকর্তা। ১৬। মৃতকে জীবন দান করার ফলে তাঁকে 'জীবনদানকারী' বলা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে কোন বস্তুকে জীবন দান করার পূর্বেও তিনি এই নামের (জীবন দানকারী) অধিকারী ছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি সৃজন ছাড়াই সৃষ্টি কর্তার নামের অধিকারী ছিলেন। ১৭। এটা এই জন্য যে, তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর অনুগ্রহ ভিখারী; সব কিছুই তাঁর জন্য সহজ তিনি কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। "তাঁর মত কিছুই নেই; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" ১৮। তিনি স্বীয় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। ১৯। এবং তাদের (সৃষ্ট বস্তুর) জন্য সব কিছুরই পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। ২০। এবং তাদের জন্য মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করেছেন। ২১। সৃষ্ট জীবের সৃষ্টির পূর্বে কোন কিছুই তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। জীব জগতের সৃষ্টির পূর্বেই তাদের সৃষ্টির পরবর্তীকালের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। ২২। এবং তিনি তাদের স্বীয় আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁর অবাধ্যচরণ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। ২৩। সবকিছু তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। এবং একমাত্র তাঁরই ইচ্ছা কার্যকর হয়, এবং (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া) বান্দার কোন ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় না। অতএব তিনি বান্দাদের জন্য যা চান তাই হয়, আর যা চান না তা হয় না। ২৪। আল্লাহপাক যাকে ইচ্ছা হিদায়েত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা

প্রদান করেন। এটা তাঁর অনুগ্রহ, পক্ষান্তরে যে পথভ্রষ্ট হতে চায়, তাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে অপমানিত ও বিপদগ্রস্ত করেন। এটা তাঁর ন্যায় বিচার। ২৫। সব কিছু পরিবর্তিত হয়ে থাকে তাঁর ইচ্ছায় ও তাঁর অনুগ্রহে এবং সুবিচারের মাধ্যমে। ২৬। তিনি কারও প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সমকক্ষ হওয়ার উর্ধ্বে। ২৭। তাঁর মীমাংসার কোন পরিবর্তন নেই। কেউই তাঁর নির্দেশ বাতিল করার নেই এবং তাঁর নির্দেশকে পরাভূত করারও কেউ নেই।

❖ প্রশ্ন-২। মানুষ আল্লাহ তাআলার পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা নিরুপনে অক্ষম বিষয়টির প্রমান কি?

উত্তরঃ- আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ [الزمر/٦٧]

"তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা নিরুপন করতে পারেনি। কেয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোতে থাকবে।" (ঝুমার : ৬৭)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ إِلَى النَّبِيِّ ρ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَوْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– تَعَجُّبًا مِمَّا قَالَ الْحَبْرُ تَصْدِيقًا لَهُ ثُمَّ قَرَأَ (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একজন ইহুদী পন্ডিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো, 'হে মুহাম্মদ, আমরা [তাওরাত কিতাবে] দেখতে পাই যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত আকাশ মন্ডলীকে এক আঙ্গুলে, সমস্ত যমীনকে এক আঙ্গুলে, বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলে, পানি এক আঙ্গুলে ভূতলের সমস্ত জিনিসকে এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টি জগতকে এক আঙ্গুলে রেখে বলবেন, আমিই সম্রাট।' এ কথা শুনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহুদী পন্ডিতের কথার সমর্থনে এমন ভাবে হেসে দিলেন যে তাঁর দন্ত মোবারক দেখা যাচ্ছিল। অতপর তিনি "তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা নিরুপন করতে পারেনি।" এ আয়াতটুকু পড়লেন।

يَأْخُذُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَمَوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيَدَيْهِ فَيَقُولُ أَنَا اللَّهُ – وَيَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا – أَنَا الْمَلِكُ

সহীহ মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে, পাহাড়- পর্বত এবং বৃক্ষরাজি এক হাতে থাকবে তারপর এগুলোকে ঝাকুনি দিয়ে তিনি বলবেন, 'আমি রাজাধিরাজ, আমিই আল্লাহ।' সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় আছে

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَالْخَلاَئِقَ عَلَى إِصْبَعٍ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ.

"সমস্ত আকাশ মন্ডলীকে এক আঙ্গুলে রাখবেন। পানি এবং ভূতলে যা কিছু আছে তা এক আঙ্গুলে রাখবেন। আরেক আঙ্গুলে রাখবেন সমস্ত সৃষ্টি।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত মারফু হাদীসে আছে,

يَطْوِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَطْوِى الأَرَضِينَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সমস্ত আকাশমন্ডলীকে ভাঁজ করবেন। অতঃপর সাত তবক যমীনকে ভাঁজ করবেন এবং এগুলোকে বাম হাতে নিবেন। তারপর বলবেন, "আমি হচ্ছি রাজাধিরাজ। অত্যাচারীরা কোথায়? অংহকারীরা কোথায়? (মুসলিম)

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সাত তবক আসমান ও যমীন আল্লাহ তাআলার হাতের তালুতে ঠিক যেন তোমাদের কারো হাতে এটা সরিষার দানার মত। ইবনে যায়েদ বলেন, "আমার পিতা আমাকে বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "কুরসীর মধ্যে সপ্তাকাশের অবস্থান ঠিক যেন, একটি ঢালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত সাতটি দিরহামের [মুদ্রার] মত।" তিনি বলেন, 'আবুযর রা. বলেছেন, 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামকে এ কথা বলতে শুনেছি, "আরশের মধ্যে কুরসীর অবস্থান হচ্ছে ঠিক ভূপৃষ্ঠের কোন উন্মুক্ত স্থানে পড়ে থাকা একটি আংটির মত।

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে,

بَيْنَ سَمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا خَمْسمائَة عَام ، وَبَيْن كُلّ سَمَاء خَمْسمائَة عَام ، وَبَيْن السَّمَاء السَّابِعَة وَالْكُرْسِيّ خَمْسمائَة عَام ، وَبَيْن الْكُرْسِيّ وَبَيْن الْمَاء خَمْسمائَة عَام ، وَالْكُرْسِيّ فَوْق الْمَاء . وَاَللَّه عَزَّ وَجَلَّ فَوْق الْكُرْسِيّ وَيَعْلَم مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ

তিনি বলেন, 'দুনিয়ার আকাশ এবং এর পরবর্তী মাকামের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ। আর এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের। এমনিভাবে সপ্তমাকাশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। একই ভাবে কুরসী

এবং পানির মাঝখানে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের। আরশ হচ্ছে পানির উপরে। আর আল্লাহ তাআলা সমাসীন রয়েছেন আরশের উপর। তোমাদের আমলের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। (ইবনে মাহদী হাম্মাদ বিন সালামা হতে তিনি আসেম হতে, তিনি যিরর হ'তে, এবং যিরর আবদুল্লাহ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন) [কিতাবুত তাওহীদ, মুহাঃ বিন আঃ ওয়াহ্হাব]

❖ প্রশ্ন-৩। আল্লাহর নাম এবং গুনাবলীর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তরঃ- আল্লাহর নাম হচ্ছে সেগুলো, যা দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহ কে বুঝায় এবং সেসব পরিপূর্ন গুনাবলীও তাঁর নামের অন্তর্ভূক্ত যা তাঁর রয়েছে যেমন- আল ক্বাদি-র (সর্বশক্তিমান), আল 'আলি-ম (সর্বজ্ঞাতা), আল হাকি-ম (প্রজ্ঞাময়), আস-সামি'য় (সর্বশ্রোতা), আল বাছি-র (সর্বদ্রষ্টা)। এই নামগুলো স্বয়ং আল্লাহকে বুঝায় এবং যেসব পরিপূর্ন গুনাবলী তাঁর মধ্যে আছে সেগুলোকে বুঝায়, যেমন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শোনা, দেখা। সুতরাং নাম দ্বারা দু'টি জিনিস বুঝায়, আর গুনাবলী দ্বারা একটি জিনিস বুঝায়। এটা বলা যেতে পারে যে, নামের মধ্যে গুনাবলীও অন্তর্ভূক্ত এবং গুনাবলী দ্বারা তাঁর নামের দিকে ইঙ্গিত করে তথা পরোক্ষ ভাবে নামকে বুঝায়। এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

শাইখ আলী আব্দুল ক্বাদির আল সাকাফ বলেন, যা দ্বারা নাম ও গুনাবলীকে পার্থক্য করা যায় তা হচ্ছে-

১। নাম থেকে গুনাবলী বের করা যায় কিন্তু গুনাবলী থেকে নাম বের করা যায় না। যেমন আল্লাহর নাম- আর রহিম (সবচেয়ে দয়ালু), আল ক্বাদি-র (সর্বশক্তিমান), আল 'আযিম (সর্ব মহান) থেকে তাঁর গুনাবলী রহমাহ (দয়া), কুদরাহ (শক্তি), 'আযমাহ (মহানত্ব) পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর গুনাবলী ইচ্ছা, আসা, কৌশল করা এগুলো থেকে আমরা "ইচ্ছাকারী", ''আগমনকারী'', ''মাকির বা কৌশলকারী'' এসব নাম বের করতে পারি না।

তাঁর নামসমূহ বর্ননামূলক, যেমন ইবনুল কাইয়্যিম তার ''al-Nooniyyah'' কিতাবে বলেন,

২। আল্লাহর কার্যাবলী থেকে তাঁর নাম বের করা যায় না। তিনি ভালবাসেন, ঘৃনা করেন, রাগান্বিত হন কিন্ত এ থেকে তাকে ''ভালবাসাকারী'' ,''ঘৃনাকারী'' , ''রাগকারী'' নামে ডাকা যাবে না। তবে তাঁর কার্যাবলী থেকে গুনাবলী বের করা যায়। সুতরাং এটা প্রমানিত যে, তাঁর এই গুনাবলী রয়েছে যে তিনি ভালবাসেন, ঘৃনা করেন, রাগান্বিত হন ইত্যাদি এটা থেকে বলা যায় যে, তাঁর গুনাবলীর বৈশিষ্ট্য অনেক প্রশস্ত তাঁর নামের বৈশিষ্ট্য থেকে। (আল মাদারিয়ুস সালেকীন ৩/৪১৫)

৩। নাম এবং গুনাবলী উভয়ই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং শপথের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় কিন্তু পার্থক্য হয় তখন যখন মানুষকে আল্লাহর দাস বলে নামকরন এবং দোয়ার ক্ষেত্রে। সুতরাং আমরা নামের ক্ষেত্রে বলতে পারি আবদুর রহিম (সর্বাধিক দয়াশীলের বান্দা), আবদুল ক্বাদি-র (সর্বশক্তিমানের বান্দা) কিন্তু আমরা গুনাবলীর ক্ষেত্রে বলতে পারি না আবদুল রহমাহ (দয়ার বান্দা) বা আবদুল কুদরাহ (শক্তির বান্দা)। অনুরূপভাবে আমরা আল্লাহর নামদ্বারা তাঁর কাছে দোয়া করতে পারি, যেমন ইয়া রাহী-মু তুমি আমাকে দয়া কর, ইয়া গাফু-রু আমাকে ক্ষমা কর কিন্তু তাঁর গুনাবলীর ক্ষেত্রে আমরা এভাবে বলতে পারি না, ইয়া আল্লাহর দয়া, তুমি আমাকে দয়া করা, ইয়া আল্লাহর ক্ষমা তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

সুতরাং দয়া আল্লাহ নয় বরং আল্লাহর একটি গুন দয়া...। (Sifaat Allaah 'azza wa jall al-Waaridah fi'l-Kitaab wa'l-Sunnah, p. 17)

❖ প্রশ্ন-৪। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আসমাউল হুসনা বা আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ বর্ননা করুণ?

উত্তরঃ- কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে;

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– :« إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

অর্থ:- আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, নিশ্চই আল্লাহ (সুব:) তা'আলার ৯৯ টি নাম রয়েছে। এক কম একশত নাম। যে ব্যক্তি তা সংরক্ষন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তিনি বেজোর এবং বেজোরকেই তিনি পছন্দ করেন। (বাইহাক্বী: ১০/২৭)

আল্লাহর ৯৯ টি সুন্দরতম নামঃ

(১) الرَّحْمنُ যিনি পরম করুনাময়। (২) الرَّحِيمُ অসীম দয়ালু। (৩) المَلِكُ মালিক, অধিপতি। (৪) القُدُّوسُ অতি পবিত্র। (৫) السَّلامُ যিনি সব ত্রুটি থেকে মুক্ত, নিখুত। (৬) المُؤمِنُ পূর্ন বিশ্বস্ত এবং নিরাপত্তাদাতা। (৭) المُهَيْمِنُ সর্বদা পর্যবেক্ষক, স্বাক্ষী। (৮) العَزِيزُ পরম পরাক্রমশালী। (৯) الجَبَّارُ মহা প্রতাপশালী, পরাক্রান্ত, সমুন্নত। (১০) المُتَكَبِّرُ সর্বশ্রেষ্ঠ, গৌরবান্বিত। (১১) الخَالِقُ সৃষ্টিকর্তা। (১২) البَارِئُ উদ্ভাবক, উদ্ভাবনকারী। (১৩) المُصَوِّرُ আকৃতিদাতা, রূপদাতা। (১৪) الغَفَّارُ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, যিনি বারবার ক্ষমা করেন। (১৫) القَهَّارُ অপ্রতিরোধ্য, প্রতাপশালী। (১৬) الوهَّابُ পরমদাতা, মহান দানশীল। (১৭) الرَّزَّاقُ রিযিকদাতা, জীবিকাদাতা। (১৮) الفَتَّاحُ উত্তম ফায়সালাকারী, সূচনাকারী। (১৯) العَلِيمُ সর্বজ্ঞানী। (২০) القابِضُ রিযিক্ব

সংযতকারী। (২১) البَاسِطُ রিযিক্ব সম্প্রসারনকারী, প্রচুর রিযিক্ব মঞ্জুরকারী। (২২) الخَافِضُ অবনতকারী, যেহেতু তিনি উদ্ধতদের অবনমিত করেন। (২৩) الرَّافِعُ সু-উচ্চ মর্যাদাশীল। (২৪) المُعِزُّ সম্মানদানকারী। (২৫) المُذِلُّ লাঞ্ছনাকারী। (২৬) السَّمِيعُ সর্বশ্রোতা। (২৭) البصيرُ সর্বদ্রষ্টা। (২৮) الحَكَمُ শ্রেষ্ঠ বিচারক। (২৯) العَدْلُ ন্যায় নিষ্ঠাবান। (৩০) اللَّطِيفُ সুক্ষদর্শী ও দয়ালু। (৩১) الخَبِيرُ যিনি প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ন সচেতন। (৩২) الحليمُ সর্বাধিক সহিষ্ণু, পরম সহনশীল। (৩৩) العَظِيمُ সবচেয়ে মহান, মহীয়ান। (৩৪) الغَفُورُ পরম ক্ষমাশীল। (৩৫) الشَّكُورُ অধিক কৃতজ্ঞ। (৩৬) العَلِيُّ সমুন্নত, সর্বশ্রেষ্ঠ। (৩৭) الكَبِيرُ সর্ব মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ। (৩৮) الحَفِيظُ হিফাযতকারী। (৩৯) المُقِيتُ অতিশয় রাগান্বিত, বিদ্বেষ পোষণকারী (কাফের/মুশরিকদের প্রতি)। (৪০) الحَسِيبُ যিনি যথেষ্ট, হিসাবগ্রহনকারী। (৪১) الجَلِيلُ মহান মহিমান্বিত। (৪২) الكرِيمُ সবচেয়ে বেশী উদার, মহৎ, দানশীল। (৪৩) الرَّقِيبُ পর্যবেক্ষণকারী, তত্ত্বাবধায়ক। (৪৪) المُجِيبُ সাড়াদানকারী। (৪৫) الْوَاسِعُ সৃষ্টির প্রয়োজন পূরনে যিনি যথেষ্ট, প্রাচুর্যময়। (৪৬) الحَكِيمُ প্রজ্ঞাময়, মহাবিজ্ঞ। (৪৭) الْوَدُودُ অতিশয় প্রেমময়, পরম স্নেহশীল। (৪৮) المَجِيدُ পরিপূর্ন সম্মান এবং মর্যাদার অধিকারী। (৪৯) البَاعِثُ পুনরুত্থানকারী। (৫০) الشَّهِيدُ সর্ব বিষয়ে স্বাক্ষী। (৫১) الحَقُّ যিনি সত্য। (৫২) الْوَكِيلُ সমস্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম বিন্যাসকারী, কর্মবিধায়ক, যার উপরে ভরসা করা হয়। (৫৩) القَوِيُّ অসীম শক্তিশালী, মহা ক্ষমতাবান। (৫৪) المَتِينُ প্রবল পরাক্রান্ত। (৫৫) الْوَلِيُّ অভিভাবক, সাহায্যকারী। (৫৬) الحَمِيدُ প্রশংসিত। (৫৭) المُحصي আয়ত্তে আনয়নকারী, গণনাকারী। (৫৮) المُبدِئُ সূচনাকারী, সুস্পষ্টকারী। (৫৯) المُعِيدُ পূনরুক্তকারী। (৬০) المُحْيِي জিবনদাতা। (৬১) المُمِيتُ মরণদাতা। (৬২) الحَيُّ চিরঞ্জীব। (৬৩) القَيُّومُ সর্বদা রক্ষণাবেক্ষনকারী। (৬৪) الْوَاجِدُ অভাবহীন। (৬৫) الماجد মর্যাদাবান, মহিমান্বিত। (৬৬) الوَاحِدُ এক এবং অদ্বিতীয়। (৬৭) الأَحَدُ এক এবং একমাত্র। (৬৮) الصَّمَدُ স্বয়ংসম্পূর্ন, অমুখাপেক্ষী। (৬৯) القَادِرُ যিনি পূর্ন সক্ষম। (৭০) المُقْتَدِرُ সর্ব শক্তিমান। (৭১) المُقَدِّمُ যিনি প্রথম, এটাও বলা হয় যিনি অগ্রবর্তীকারী। (৭২) المُؤخِّر যিনি শেষ, এটাও বলা হয় যিনি পশ্চাদবর্তীকারী। (৭৩) الأَوَّلُ তিনিই প্রথম, যার পূর্বে কোন কিছু নেই। (৭৪) الآخِرُ তিনিই শেষ। (৭৫) الظَّاهِرُ সবচেয়ে উচু, সর্বোন্নত। (৭৬) البَاطِنُ সবচেয়ে নিকটে। (৭৭) الوالي শাসক, অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক। (৭৮) المُتعال সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান, সমুন্নত এবং সর্বোচ্চ। (৭৯) البَرُّ অত্যন্ত সদাশয় এবং দয়াশীল, কৃপাময়। (৮০) التَّوَّابُ তাওবাহ কবুলকারী। (৮১) المُنتَقِمُ প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৮২) العَفُوُّ পাপমোচনকারী, ক্ষমাকারী। (৮৩) الرَّؤُوفُ অত্যন্ত দয়ার্দ্র। (৮৪) مَالِكُ المُلْك সার্বভৌমত্বের অধিকারী। (৮৫) ذُو الجَلالِ والإكْرَامِ অতি উদার, অতি মহান, মহানুভব। (৮৬) المُقْسِطُ ন্যায় বিচারক। (৮৭) الجَامِعُ সমন্বয়কারী। (৮৮) الغَنِيُّ স্বয়ং সম্পূর্ন যিনি সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত, অভাবমুক্ত, সম্পদশালী। (৮৯) المُغني অভাবমুক্তকারী। (৯০) المَانِعُ বাধাপ্রদানকারী। (৯১) الضَّارُّ ক্ষতিকারী। (৯২) النَّافِعُ উপকারকারী। (৯৩) النُّورُ আলো। (৯৪) الهادي দিশারী। (৯৫) البَدِيعُ অভিনব স্রষ্টা। (৯৬) البَاقي অবিচল। (৯৭) الوَارِثُ চূড়ান্ত এবং স্থায়ী মালিকানার অধিকারী, প্রকৃত উত্তরাধীকারী। (৯৮) الرَّشِيدُ সরল ও সত্য পথের প্রদর্শক। (৯৯) الصَّبُورُ অতি ধর্য্যশীল।

❖ প্রশ্ন-৫। আল্লাহ কোথায়?

উত্তরঃ- আল্লাহ সুবঃ আসমানের উপরে আরশে সমাসীন। আল্লাহ সুবঃ বলেন- الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى "তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন" (সূরা, আত্ ত্বাহা ২০:৫) মু'আবিয়াহ ইবনে আল হাকাম বলেন,

فَقَالَ لَهَا « أَيْنَ اللَّهُ ». قَالَتْ فِى السَّمَاءِ قَالَ « مَنْ أَنَا ». قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ « أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ » (صحيح مسلم)

তিঁনি (সঃ) তখন তাকে (দাসীকে) জিজ্ঞাস করলেন, আল্লাহ কোথায়? এবং সে উত্তর দিল, আসমানের উপরে। তারপর তিনি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে? সে উত্তর দিল, আপনি আল্লাহর রাসূল। সুতরাং তিনি বললেন, তাকে মুক্তি দাও, কারণ নিশ্চয়ই সে একজন সত্যিকার বিশ্বাসী। (মুসলিম)

❖ প্রশ্ন-৬। কুরআন-সুন্নাহতে যে এসেছে 'আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' তার মানে কি?

উত্তরঃ- এর মানে এই নয় যে তিনি সত্বাগতভাবে আমাদের সাথে আছেন, বরং তিনি আরশে সমাসীন যেমনভাবে তাঁর মর্যাদার সাথে মানায়। তিনি সব দেখেন এবং সব শুনেন। তিনি আমাদের সাথে আছেন শুনা, দেখা জ্ঞান, কর্তৃত্বের মাধ্যমে। তিনি তাঁর বান্দাদের সাথে আছেন তাদের সাহায্য করা, বিজয় দেয়া, বিপদে উদ্ধার করা, সাফল্য দেয়ার মাধ্যমে।

❖ প্রশ্ন-৭। আল্লাহর ইসতিওয়া বা আরশে সমাসীন হওয়া গুনের প্রতি আমরা কিভাবে ঈমান আনব?

উত্তরঃ- এইগুনের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব, কিভাবে সমাসীন এই প্রশ্ন করা বিদ'আত। আল-ইস্তিওয়া (الاستواء) গুণটি সাব্যস্ত করতে নিন্মে বর্ণিত বিষয় গুলো লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য।

(১) আল-ইস্‌তিওয়া (আল্লাহ্ তা'আলা স্ব-সত্তায় আরশের উপরে রয়েছেন) এ গুণটি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা এবং এর প্রতি ঈমান আনা, কেননা ইহা কুরআন ও হাদীসে একাধিকবার প্রমানিত হয়েছে।

(২) আল-ইস্‌তিওয়া ((الاستواء গুণটিকে যথাযোগ্য ও পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। আর এর প্রকৃত অর্থ হলোঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আরশের উপরে বিরাজমান রয়েছেন, যেমন তাঁর মহত্বের ও শ্রেষ্টত্বের শোভা পায়।

(৩) আল্লাহ তা'আলার আরশের উপর বিরাজমান থাকাকে সৃষ্টি জীবের আসন গ্রহণের সাথে উপমা না দেওয়া। কেননা আল্লাহ আরশের মুখাপেক্ষী নন। তিনি আরশের মুহ্‌তাজ নন। কিন্তু সৃষ্টি জীবের সমাসীনতা সম্পূর্ণ সতন্ত্র, সৃষ্টিজীব এর মুহ্‌তাজ বা মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى/١١]

(সৃষ্টি জীবের) কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। আর তিনি সব শুনেন, এবং সব দেখেন। (*সূরা আশ্‌শুরা, আয়াত-১১*)

(৪) আল্লাহ তা'আলার আরশের উপর বিরাজমানের ধরণ ও পদ্ধতি নিয়ে তর্কে লিপ্ত না হওয়া। কেননা এটা গাইবী (অদৃশ্যের) বিষয়, যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানেনা।

(৫) এ গুণটি হতে সাব্যস্ত বিধি-বিধান ও ফলাফল এবং এর প্রভাবের প্রতি ঈমান আনা, আর তা হলো আল্লাহ্ তা'আলার যথাযোগ্য মহত্ত ও শ্রেষ্টত্ব সাব্যস্ত করা, যা সমগ্র সৃষ্টি হতে তাঁর উর্দ্ধে ও সুউচ্চে (আরশের উপর) অবস্থানই প্রমাণ করে।

❖ প্রশ্ন-৮। আল্লাহ নিরাকার নন এই বিষয়টির প্রমান কি?

উত্তরঃ আল্লাহ নিরাকার এর সমর্থনে কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে কোন প্রমান নেই, হাক্ক কোন আলেম থেকেও এর প্রমান নেই। এটি কুরআন-সুন্নাহ বর্জিত একটি ভ্রান্ত আক্বীদাহ। আল্লাহ নিরাকার এটি একটি হিন্দুয়ানী আক্বীদাহ।

কুরআন এবং বহু হাদীসে আল্লাহর চেহারা, হাত, পা, চোখ ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু আল্লাহর এসব গুনের কোন সাদৃশ্য বর্ননা করা যাবে না, কোন উপমা দেয়া যাবে না। কারণ আল্লাহ বলেছেন-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى/١١]

(সৃষ্টি জীবের) কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। আর তিনি সব শুনেন, এবং সব দেখেন। (সূরা আশ্‌শুরা, আয়াত-১১)

আল্লাহ আরও বলেছেন- فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ-

"তোমরা আল্লাহর জন্য বিভিন্নরকম উপমা পেশ করো না।" (সূরা, নাহলঃ ৭৪)

তাই ইসলামী আক্বীদাহ হচ্ছে- আল্লাহর আকার তুলনাহীন।

- **চেহারাঃ** কুরাআনে চৌদ্দটি আয়াতে আল্লাহর চেহারার উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ বলেন- وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"তোমার জালাল এবং ইকরামের অধিকারী রবের চেহারাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে।" (সূরা, আর রহমান ৫৫:২৭)

- **চোখঃ** অনেক আয়াতে আল্লাহর চোখের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ সুবঃ বলেন- وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا "আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আমার চোখের সামনে আছেন।" (সূরা আততুর ৫২:৪৮)

রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

عَنْ نَافِعٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَيْ النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ (صحيح البخاري)

"আল্লাহ তায়ালা টেরা নন, অথচ মাসীহুদ দাজ্জালের ডানচোখ টেরা। (বুখারী)

- **হাতঃ** তেরটি আয়াতে আল্লাহর হাতের উল্লেখ এসেছে, যেমন তিনি বলেন,

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

"তোমাকে কিসে বাধা দিল তাকে সিজদা করতে, যাকে আমি আমার দুই হাতে সৃষ্টি করেছি। (সূরা, ছোয়াদ ৩৮:৭৫)

- **পাঃ** আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্নিত, রাসুল (সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول قط قط

"জাহান্নাম ততক্ষন ভরবে না যতক্ষন না যতক্ষন না আল্লাহ তাঁর পা জাহান্নামে রেখে দেবেন। তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে, ব্যাস, ব্যাস (যথেষ্ট হয়েছে)।" (বুখারী ও মুসলিম)